সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

শাইখ উবাইদুল্লাহ আল-মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ

حكم الحجامة للصائم

সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

বই: আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ লিশ শাইখ উবাইদুল্লাহ আল-মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ, কিতাবুস সিয়াম ওয়াল ইতিকাফ বই থেকে নেয়া

ماجستير - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، قسم الفقه، المملكة العربية السعودية

মাস্টার্স থিসিস: মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শরিয়া অনুষদ, ফিকহ বিভাগ, সাউদি আরব।

অনুবাদ: এম. এ. ইউসুফ আলী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ: সিয়াম পালনকারীর হিজামা[১] বা কাপিং চিকিৎসা গ্রহণের বিধান।

শাইখের পছন্দনীয় অভিমত: শাইখ উবাইদুল্লাহ আল-মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহর চয়নকৃত মত হলো, সাওমরত অবস্থায় হিজামা- চিকিৎসা গ্রহণ করলে সাওম ভঙ্গ হবে না। তবে এ কাজ বর্জন করা মুসতাহাব। অতঃপর তিনি বলেন, এ সময় ফাসদ[২] বা রগ কেটে গৃহিত চিকিৎসাসমূহ বর্জনের মতো হিজামা বর্জন করাও মুসতাহাব। যাতে সাওমপালনকারী শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে না পড়েন।[৩]

মতানৈক্য নিরসন: আলিমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সাওমপালনকারীকে সাওমকালে অবশ্যই যাবতীয় খাদ্য, পানীয় ও সহবাস[৪] থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَٱلۡـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾

অতএব, এখন তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন তা অনুসন্ধান করো। আর খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। সূরা আল বাকারা ২:১৮৭

---

[১] হিজামা শব্দটি হাজম শব্দ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ চোষা। মিহজাম বলা হয়, এমন যন্ত্র চোষার সময় যেখানে হিজামাকৃত রক্তগুলো জমায়েত হয়। আন-নিহায়া: ১/৩৪৭, মুখতারুস সিহাহ পৃ. ৬৭, তাজুল আরুস: ৩১/৪৪৪।

[২] ফাসদ হলো, চিকিৎসা কার্যক্রমের লক্ষ্যে রগ বা শিরা ফেঁড়ে তা থেকে কিছু রক্ত বের করা। জামহারাতুল লুগাহ ২/৬৫৬, মুখতারুস সিহাহ, পৃ. ২৪০, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা পৃ. ৩৪৬।

[৩] মিরআতুল মাফাতিহ, ৬/৫৩৩

[৪] আল-ইকনা লি ইবনিল মুনযির, ১/১৯৩, আল-ইকনা লিইবনিল কাত্তান, পৃ. ২৩১, মারাতিবুল ইজমা পৃ. ৩৯, আল-ইসতিযকার, ৩/৩৭২, বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ, ২ ৫২।

তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ঋতুস্রাবের রক্ত ও সন্তানভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী রক্ত সাওম ভঙ্গ করে।[৫]

হিজামা বা কাপিংয়ের দ্বারা সাওম ভঙ্গ হবে কিনা এ নিয়ে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন।

১. হিজামা সিয়াম ভঙ্গকারী নয়। হানাফি[৬], মালিকি[৭], শাফিয়ি[৮] ও জাহিরি[৯] মাজহাবের ইমামগণ রহিমাহুমুল্লাহ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং শাইখ উবাইদুল্লাহ আল-মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহও এ মতটিকেই পছন্দ করেছেন।

সাহাবীগণের মধ্য থেকে উম্মে সালামাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী, আনাস ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, সা'দ ইবনু আবি ওয়াককাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১০]

দ্বিতীয় অভিমত হলো, সাওম অবস্থায় হিজামা করলে হিজামা চিকিৎসক ও হিজামাগ্রহণকারী উভয়ের সাওম ভেঙ্গে যাবে। এ সাওম কাজা আদায় করা তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব।

---

[৫] মারাতিবুল ইজমা, পৃ. ৪০, আল-ইকনা ফি মাসাইলিল ইজমা ১/ ২৩০, আল্লামা সারাখসি প্রণীত আল-মাবসুত ৩/১৫২, আল-ইসতিজকার ৩/৩২৪, শারহুল উমদাহ, কিতাবুস সিয়াম লিইবনি তাইমিয়াহ ১/২৪৪ ও ৪৩২।

[৬] বাদায়িউস সানায়ি' ২/১০৭, তুহফাতুল ফুকাহা, ১/৩৬৮, তাবয়িনুল হাক্বায়িক, ১/৩২২, আল-বিনায়া, ৪/৪০।

[৭] আল-মুদাওওয়ানা, ১/২৭০, আর-রিসালা, পৃ.৬০, জামিউল উম্মাহাত, পৃ.১৭, মাওয়াহিবুল জালিল, ২/৪১৬। মালিকি আলিমগণের মতে, হিজামা গ্রহণ করা মাকরুহ। কারণ, অধিকাংশ সময়ই হিজামা দুর্বলতার কারণ হয়—আল মুআওওয়ানা, ১/৪৭৪, আল-ক্বস, ১/৫০৭।

[৮] কিতাবুল উম্ম, ২/১০৬, আল-হাবি, ৩/৪৬০-৪৬১, আল-মাজমু' ৬/৩৪৯, রওজাতুত তলিবিন, ২/৩৬৯।

[৯] আল-মুহাল্লা, ৪/৩৩৫

[১০] তাদের অভিমতসমূহ দেখুন, মুসান্নাফু ইবনু আবি শায়বাহে, ২/৩০৭-৩০৮, আল-ইসতিজকার, ৩/৩২২, আল-মাজমু, ৬/৩৪৯, এবং আল-মুগনি, ৩/১২০।

হাম্বলি মাজহাবের উলামায়ে কিরাম[১১], ইসহাক ইবনু রাহওয়াই[১২] ও আওজায়ি[১৩] প্রমুখও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আলী ইবনু আবি তালিব, আবু মূসা আল-আশআরী, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং ইবনু সিরিন, হাসান আল-বাসরি ও আতা রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখও এ অভিমত পোষণ করেছেন।[১৪]

বিরোধের কারণ:

ইবনে রুশদ বলেন: ফিকহবিশারদগণের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ হলো, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী।[১৫]

প্রথম অভিমত পোষণকারীদের দলিল: যারা বলেন, সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করলে সাওম ভঙ্গ হবে না তাদের দলিল হলো;

প্রথম দলিল. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণীত আছে,

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করেছেন এবং তিনি সাওমরত অবস্থায়ও হিজামা গ্রহণ করেছেন।[১৬]

---

[১১] মাসায়িলু আহমাদ, আবু দাউদের বর্ণনায়, পৃ. ১৩০, আল-মুগনি, ৩/১২০, আল-ফুরু', ৫/৭, আল-ইনসাফ, ৩/৩০২।

[১২] মাসাইলু আহমাদ ওয়া ইসহাক, ৩/১২৪২, আল-ইশরাফ লিইবনিল মুনযির, ৩/১৩০, আল-মুগনি ৩/১২০, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৫৩।

[১৩] আল-মাজমু' ৬/৩৪৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৫৩ ।

[১৪] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা, ২ ৩০৭, আল-মাজমু' ৬/৩৪৯, আল-মুগনি, ৩/১২০। শুধু তাই নয়, আতা রহিমাহুল্লাহ তাদের উপর কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব বলেছেন। তবে ফিকহবিদগণ তাঁর এই মতকে একান্ত বিচ্ছিন্ন মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল-ইসতিজকার, ৩/৩২৬, আল-মাজমু' ৬/৩৪৯, আত-তাওদ্বিহ লিইবনিল মুলকান, ১৩/৩০৯।

[১৫] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৫৩।

[১৬] বুখারী: ২ /৬৮৫, হাদীস: ১৮৩৬, কিতাবুস সাওম, বাবুল হিজামাতি ওয়াল কাইয়ূ লিস-সায়িম।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

احتجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بين مكة والمدينة وهو صائم محرم

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে ইহরাম ও সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করেছেন।[১৭]

দলিলের উপযোগিতা/ বিশ্লেষণ:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় সাওমরত অবস্থায় হিজামাগ্রহণ করেছেন। আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কেবল বিদায় হজ ছাড়া অন্য কোনো সময় ইহরামরত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সফর করেননি। সুতরাং এই হাদীস প্রমাণ বহণ করে যে, সাওমরত ব্যক্তির জন্য হিজামা গ্রহণ করা জায়িয এবং সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করলে সাওম নষ্ট হবে না।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদায় হজের সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থাকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আরো সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁর হিজামা গ্রহণ বিদায় হজের বছর হয়ে থাকে তাহলে তা নিঃসন্দেহে অকাট্য দলিদ। কারণ, তিনি এরপর আর কোনো রমজান পাননি। বরং পরবর্তী রবিউল আওয়ালে তাঁর ওফাত হয়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১৮]

দ্বিতীয় দলিল. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أول ما كُرِهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه – احتجم وهو صائم، فمر به النبي – صلى الله عليه وسلم –، فقال: «أفطر

---

[১৭] মুসনাদু আহমাদ, ৩/৪১৪, হাদীস: ১৯৪৩, সুনানুদ দার আল-কুতনি, ৩/২৬০, হাদীস: ২৫১৩, কিতাবুল হাজ্জ, বাবুল মাওয়াকিত, আস-সুনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী, ৪/৪৩৮, হাদীস: ৮২৬৪, কিতাবুস সিয়াম, সাওমপালনকারী হিজামা গ্রহণ করলে সাওম না ভাঙ্গার অধ্যায়। হাদীস বিশারদ শুআইব আল-আরনাউত এই হাদীসের সানাদকে দুর্বল বলেছেন।

[১৮] আল-ইসতিজকার, ৩/৩২৪।

هذان»، ثم رخص النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد في الحجامة للصائم»، «وكان أنس يحتجم وهو صائم

তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম দিকে সাওমপালনকারীদের জন্য হিজামা গ্রহণ করা মাকরূহ ছিল। জাফর ইবনু আবি তালিব[১৯] রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এরা দুজন সাওম ভেঙ্গে ফেলেছেন। এরপরবর্তী কালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমরত ব্যক্তির জন্য হিজামা গ্রহণ করার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। আনাস সাওম অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করতেন।[২০]

তৃতীয় দলিল: আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قال: «رَخَّص النبي – صلى الله عليه وسلم – في القُبلة للصائم، ورخَّص في الحجامة للصائم

---

[১৯] আবু আবদুল্লাহ, জাফর ইবনু আবি তালিব ইবনি আব্দিল মুত্তালিব। হাশিমি বংশের একজন বীর সাহাবি। তাঁকে জাফর আত-তাইয়ার উড়ন্ত জাফরও বলা হয়। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারি সাহাবিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। যিনি আবিসিনিয়ার রাজার সামনে গোত্রের মুখপাত্র ছিলেন। ছিলেন মুতার যুদ্ধের সেনাপতি, জাইদ ইবনু হারিসার পর তিনি বীরবিক্রমে দায়িত্ব পালন করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোণ। তাঁর থেকে আমর ইবনুল আস, ইবনু মাসউদ সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেন। মারিফাতুস সাহাবাহ, ২/৫১১, আল-ইসতিআব ১/২৪২, আস-সিয়ার, ১/২০৬.

[২০] সুনানুদ দারুকুতনি, ৩/১৪৯, হাদীস নং ২২৬০। কিতাবুস সিয়াম, বাব আল-কিবলা সিস-সায়িম। তিনি বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সবাই গ্রহণযোগ্য। এ হাদীসের কোনো ত্রুটি আছে বলে আমার জানা নেই। আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৪/৪৪৬, হাদীস নং ৮৩০২। কিতাবুস সিয়াম। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি আল-ইরওয়া গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের ৭৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন, বিষয়টি তেমননই যেমনটি বলেছেন, উপরোক্ত দুজন মনীষী।

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমপালনকারীর জন্য (স্ত্রীকে) চুম্বনের অবকাশ দিয়েছেন এবং সাওমপালনকারীকে অবকাশ দিয়েছেন হিজামা গ্রহণের ব্যাপারে।[২১]

দলিলের পর্যালোচনা: এ হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, হিজামা দ্বারা সাওম ভেঙ্গে যাওয়ার বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে। কারণ, কোনো বিষয় সুনিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল সে সম্পর্কে অবকাশ দেওয়া হয়।[২২]

চতুর্থ দলিল: সাবিত আল-বুনানি[২৩] থেকে বর্ণিত।

قال: سئل أنس بن مالك – رضي الله عنه –: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم –؟ ، قال: لا؛ إلا من أجل الضعف»

তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আপনারা কী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হিজামা গ্রহণ করাকে অপছন্দ করতেন? তিনি প্রতুত্তরে বললেন, না। তবে দুর্বলতার কারণ ছাড়া।[২৪]

পঞ্চম দলিল: আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قال إنما كُرِهت للصائم من أجل الضعف

---

[২১] সহিহ ইবনি খুজাইমা: ৩/২৩০, হাদীস নং ১৯৬৭। নাসায়ি ফিল কুবরা, ৩/৩৪৫, হাদীস নং ৩২২৪। সুনানুদ দারি কুতনি ৩/১৫২, হাদীস নং ২২৬৮। শায়খ আলবানী ইরওয়া গ্রন্থের ৪ র্থ খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় সহিহ বলেছেন।

[২২] ফাতহুল বারি: ৪/১৭৮

[২৩] তিনি হলেন, আবু মুহাম্মাদ, সাবিত ইবনু আসলাম আল-বুনানি আল-বাসরি। তিনি ছিলেন, তাবিয়িগণের অন্যতম ইমাম। যিনি আনাস, ইবনু জুবায়ির, ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর থেকে হামিদ আত-তুওয়াইল, শু'বা, মা'মার প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১২৭ হিজরি প্রতান্তরে ১২৩ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/২২০, তাহজিবুল কামাল, ৪/৩৪২, তারিখুল ইসলাম, ৩/৩৮২

[২৪] বুখারী, ৩/৩৩, হাদীস নং ১৯৪০।

তিনি বলেন, কেবল দুর্বলতার কারণেই সাওমপালনকারীদের জন্য হিজামা গ্রহণ করাতে মাকরুহ করা হয়েছে।[২৫]

ষষ্ঠ দলিল: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

قال: «يقولون: أفطر الحاجم والمحجوم؟ ، ولو احتجمتُ ما بالَيْتُ

তিনি বলেন, "তারা বলে, হিজামা চিকিৎসক ও হিজামা চিকিৎসা গ্রহণকারী সাওম ভঙ্গ করে ফেলেছে? আমি যদি হিজামা লাগাই তাহলে এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবো না।[২৬]

দলিলের পর্যালোচনা: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই অভিমত প্রমাণ বহন করে যে, হিজামার ক্ষেত্রে অবকাশের বিষয়টি তাঁর নিকট প্রমাণিত হয়েছিল।[২৭]

দ্বিতীয় অভিমত: হিজামা দ্বারা সাওম ভেঙ্গে যায়। হিজামা চিকিৎসক ও হিজামাগ্রহীতার উপর ওই সাওম কাজা করা ওয়াজিব।

প্রথম দলিল: ছাওবান[২৮] রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত।

---

[২৫] ইবনু আবি শাইবা, ২/৩০৮, হাদীস নং ৯৩২৩। ইবনু খুজায়মা, ৩/২৩২ হাদীস নং, ১৯৭১। আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৪/২৬৪ হাদীস নং ৮২৬৭। আল-মাজমা' লিল হায়ছামি, ৩/১৬৯।

[২৬] মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, ৪/২১১ হাদীস নং ৭৫২৭। আত-তারিখুল কাবীর লিল বুখারী, ২/১৭৯। আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৩/৩৩১ হাদীস নং ৩১৬৬।

[২৭] আত-তাওদ্বিহ লি ইবনিল মুলকান, ১৩/৩০৭।

[২৮] আবু আব্দুল্লাহ, ছাওবান ইবনু জাহদর আল-কুরাশি আল-হাশিমি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত ইয়ামানি দাস। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বন্দি হিসাবে পেয়ে মুক্ত করে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাতের পূর্ব পর্যন্ত সে সফর ও মুকিম উভয় অবস্থায় তাঁর সঙ্গেই থাকতো। আল্লাহর রসুলের ইনতিকালের পর সে শামের দিকে যাত্রা করে। অতঃপর যায় হিমসে। এরপর ৫৪ হিজরীতে মারা যান। মারিফাতুস সাহাবা, ১/৫০১, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/১৬, তারিখু দিমাশক: ১১/১৬৬

قال: «أفطر الحاجم والمحجوم

তিনি বলেন, হিজামা চিকিৎসক ও হিজামাগ্রহেতার সাওম হিজামা দ্বারা ভেঙ্গে যাবে।[২৯]

দ্বিতীয় দলিল: শাদ্দাদ ইবনে আওস[৩০] রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণীত,

أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أتى على رجل بالبَقِيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকি[৩১] নামক স্থানে একজন ব্যক্তির নিকট এলেন, লোকটি তখন হিজামা করছিল। দিনতি ছিল ১৮ ই রমজান, তিনি আমার দুহাত ধরলেন। অতঃপর বললেন, হিজামা চিকিৎসক ও হিজামাগ্রহীতা উভয়ে সাওম ভেঙ্গে ফেলেছে।[৩২]

---

[২৯] আবু দাউদ, ২/৩০৮, হাদীস নং ২৩৬৭। নাসায়ী আস সুনান আল কুবরা, ৩/৩১৮, হাদীস নং ৩১২০। সুনানু ইবনু মাজাহ, ১/৫৩৭, হাদীস নং ১৬৮০। মুসনাদু আহমাদ, ৩৭/৬৪, হাদীস নং ২২৩৮১। সহিহ আবু দাউদ, ৭/১৩২, হাদীস নং ২০৪৯। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ এ হাদীসকে ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন ইরওয়াউল গালিল, ৪/৬৫-৭৫।

[৩০] আবু ইয়া'লা, শাদ্দাদ ইবনু আউস ইবনু সাবিত আল-আনসারী, আল-খাজরাজি। একজন প্রশাসক সাহাবী। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হলে তিনি পদত্যাগ করে আমৃত্যু ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। তিনি ৫৮ হিজরিতে মারা যান। মারিফাতুস সাহাবা: ৩/১৪৫৯। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২/৪৬০, আল-আ'লাম ৩/১৫৮

[৩১] বাকি বা বাকিউল গারকাদ। এটি হলো, মদিনাবাসীদের কবরস্থান। অবস্থান: মাসজিদুন নাবাবির পূর্বপার্শ্বে—মাআলিমুল আসীরাহ পৃ: ৫২।

[৩২] আবু দাউদ, ২/৩০৮, হাদীস নং ২৩৬৯। ইবনু মাজাহ, ১/৫৩৭, হাদীস নং ১৬৮১। মুসনাদু আহমাদ ২৮/৩৩৬, হাদীস নং ১৭১১৩। মুহাক্কিক শুআইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসের সানাদটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহিহ। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানি তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। সহিহ আবু দাউদ, ৭/১৩৪, হাদীস নং ২০৫১।

তৃতীয় দলীল: রাফি ইবনু খাদিজ[৩৩] রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন,

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «أفطر الحاجم والمحجوم

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হিজামা চিকিৎসক ও হিজামাগ্রহীতা উভয়ে সাওম ভেঙ্গে ফেলেছে।[৩৪]

দলিলের পর্যালোচনা: হিজামা দ্বারা সাওম ভেঙ্গে যাওয়া প্রসঙ্গে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[৩৫]

চতুর্থ দলীল: আবুল আলিয়া[৩৬] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

---

[৩৩] আবু আব্দুল্লাহ, রাফি ইবনু খাদিজ ইবনি রাফি, আল-আনসারী, আল-আউসী, আল-হারিছী। তিনি ছিলেন গোত্রনেতা। বয়সে ছোট হওয়ার কারণে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এরপর উহুদ, খন্দকসহ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র রিফায়া, সাইব ইবনু ইয়াজিদ, সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ মহান সাহাবী ৭৪ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। আল-ইসতিআব, ২/৪৭৯, আল-ইসাবাহ, ২/৩৬২, আস-সিয়ার, ৩/১৮২।

[৩৪] সুনানুত তিরমিযী, ৩/১৪৪, হাদীস নং ৭৭৪। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তিনি আহমাদ ইবনু হানবাল রহিমাহুল্লাহর সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, "এই বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে সহীহ হাদীস হলো, রাফি ইবনু খাদিজের হাদীস। মুসনাদু আহমাদ, ৩/৪৬৫, হাদীস নং ১৫৮৬৬। শুআইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ ও এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু খুযাইমা, ৩/২২৭, হাদীস নং ১৯৬৪। আলী ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, (**أفطر الحاجم والمحجوم**) হিজামা চিকিৎসক ও হিজামাগ্রহীতা উভয়ে সাওম ভেঙ্গে ফেলেছে' এর চেয়ে বিশুদ্ধতর হাদীস সম্পর্কে আমি জানি না। । ইবনু কুদামা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ১১ জন বর্ণনাকারী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন—আল মুগনি, ৩/১২০।

[৩৫] শারহুল উমদাতি কিতাবিস সিয়াম লি ইবনি তাইমিয়্যাহ ১/৪৩৬। মাআলিমুস সুনান, ২/১১০।

[৩৬] আবু আল-আলিয়া, রাফী'ঈ ইবনু মিহরান আর রায়াহী, আল-বাসরি। বানি রায়াহ গোত্রের একজন মহিলার স্বাধীন দাস ছিলেন। তিনি ছিলেন, ইমাম, হাফিজ, মুফাসসির ও প্রথম সারীর একজন তাবিয়ী। তিনি উমর, আলী ও উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট

قال: دخلت على أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – وهو أمير البصرة ممسيا، فوجدته يأكل ثمرا وكامخا ، وقد احتجم. فقلت له: ألا تحتجم نهارا؟ ، فقال: «أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم

আমি একদিন সন্ধ্যায় আবু মূসা আল-আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রবেশ করলাম। এসময় তিনি ছিলেন বসরার গভর্নর। তাঁকে পেলাম, আচার[৩৭] দিয়ে ফল খেতে খেতে হিজামা গ্রহণ করছেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি কি দিনের বেলায় হিজামা গ্রহণ করেন না? তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে সাওমরত অবস্থায় আমার রক্ত প্রবাহিত করতে বলছ! [৩৮]

দলিলের পর্যালোচনা: আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওম অবস্থায় হিজামা গ্রহণে অস্বীকৃতির মাঝে ইঙ্গিত বিদ্যমান যে, তিনি মনে করতেন, হিজামা গ্রহণ সাওম ভঙ্গের কারণ।

পঞ্চম দলীল: সালিম থেকে বর্ণিত,

أن ابن عمر – رضي الله عنه – كان يحتجم وهو صائم. فبلغه حديث أَوْس، فكان إذا كان صائما احتجم بالليل

থেকে হাদীস শুনেছেন। ৯০ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/২০৭। তাহযীবুত তাহযীব, ৩/২৮৪।

[৩৭] আরবী **الكامَخ** শব্দের অর্থ এক ধরণের তরকারী বা আচার। দেখা গেছে: আল-মিসবাহুল মুনীর, ৮/১৫১। আল-মু'জামুল ওয়াসিত্ব, ২/৭৯৮।

[৩৮] আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৩/৩৩৯, হাদীস নং ৩২০১। মুসান্নাফু ইবনু আবি শাইবা, ২/৩০৭, হাদীস নং ৯৩০৭। মুখতাসারুল বুখারী, ১/৫৬৫ তে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি বলেন, ইবনু আবি শাইবা, নাসায়ি ও হাকিম সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করতেন। তাঁর নিকট আওস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি পৌঁছায়। এরপর থেকে তিনি সাওমরত অবস্থায় রাতের বেলা হিজামা করতেন।[৩৯]

দলিলের পর্যালোচনা: আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অনুধাবন করেছিলেন, হিজামা দ্বারা সাওম ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন। নতুবা তিনি এমনটি করতেন না। আর হিজামা দ্বারা সাওম ভঙ্গের এ হুকুমটি পরে মানসুখ হয়নি।

৬ষ্ঠ দলীল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ইহরাম ও সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করেছেন। কারণ, তিনি কখনো ইহরামরত অবস্থায় কোনো শহরে মুকিম ছিলেন না। আর মুসাফির ব্যক্তি যদি সাওম রাখার নিয়ম করে তাহলে তাঁর জন্য খাদ্য, পানীয়, হিজামা এজাতীয় যেকোনো কিছু দ্বারা সাওম ভঙ্গ করা জায়িয। সুতরাং তিনি হিজামা গ্রহণ করেছেন বলেই যে, হিজামা দ্বারা সাওম ভঙ্গ না হওয়া আবশ্যক হয় না। বরং আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজামা গ্রহণ করেছেন এবং হিজামা তাঁর সাওমভঙ্গকারী ছিল—এমনটি হওয়া জায়িয।[৪০]

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত হলো, প্রথম অভিমত—আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাহলো, হিজামা দ্বারা সাওম ভঙ্গ হয় না। এ অগ্রাধিকারের কারণ হলো, উল্লেখিত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজামা গ্রহণ বিষয়ে আব্দুল্লাহ

---

[৩৯] মুসনাদু আহমাদ, যেমন তার পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর মাসাইল সঙ্কলনের পৃ. ১৮২, নং ৬৮৩ তে উল্লেখ করেছেন। বুখারিতে ৩/৩৩ এ (**باب الحجامة والقيء للصائم**) সাওমরত ব্যক্তির হিজামা ও বমি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওম অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি তা ছেড়ে দেন এবং রাতের বেলা হিজামা করেন। আবু মুসআবের সূত্রে বর্ণিত মুআত্তা মালিক, ১/৩২৩, অধ্যায়: সাওমরত ব্যক্তির জন্য হিজামা গ্রহণ, হাদীস নং ৮৩৮। মুখতাসারুল বুখারী ১/৫৬৫ তে শায়খ নাসিরুদ্দিন আল-বানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মালিক সহীহ ও মুত্তাসিল সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[৪০] শারহুল উমদাতি লি কিতাবিস সিয়াম লি ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১/৪৪৪। মাআলিমুস সুনান, ২/১১১

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি হিজামা চিকিৎসক ও হিজামা গ্রহণকারীর সাওম ভেঙ্গে যাওয়ার হাদীসসমূহের জন্য নাসিখ বা হুকুম বাতিলকারি।

দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারীদের দলিলের জবাবে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলা যেতে পারে।

প্রথমত: হিজামা চিকিৎসক ও হিজামা গ্রহণকারীর সাওম ভেঙ্গে যাওয়ার হাদীসের প্রতুত্তরে ৩ টি জবাব দেওয়া যেতে পারে:

প্রথম উত্তর: এটি মানসুখ বা রহিত। রহিত হওয়ার প্রমাণ দুটি;

এক. শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, **أفطر الحاجم والمحجوم** 'হিজামা চিকিৎসক ও হিজামা গ্রহণকারীর সাওম ভেঙ্গে যায়' এ হাদীসটি মক্কা বিজয়ের সময়ের। আর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণের প্রমাণ বিষয়ক হাদীসটি বিদায় হজের সময়ের।[৪১]

ইবনু আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই নাসখ বা রহিতকরণ শুদ্ধ। কারণ, বিদায় হজ্বের সময় ইহরাম ও সাওমরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজামা গ্রহনের বিষটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তাঁর বাণী, **«افطر الحاجم والمحجوم»** 'হিজামা চিকিৎসক ও হিজামা গ্রহণকারীর সাওম ভেঙ্গে গিয়েছে' ছিল ফাতহে মক্কার সময়ের।[৪২]

দুই: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীস,

ثم رخص النبي – صلى الله عليه وسلم – بعدُ في الحجامة

---

[৪১] আল-মাজমু', ৬/৩৫২, আস সুনান আল কুবরা লিল বায়হাকি: ৪/৪৪৬, আল-হাবি আল-কাবীর, ৩/৪৬১।

[৪২] আল-ইসতিজকার: ৩/৩২৫।

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতঃপর হিজামা গ্রহণের ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন' অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধের পরেই অবকাশ প্রদানের বিষয়টি এসে থাকে।[৪৩]

দ্বিতীয় উত্তরটি হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি সানাদের দিক থেকে অধিক সহীহ। সুতরাং তা অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যাবশ্যক।[৪৪]

তৃতীয় উত্তর: এর অর্থ হলো, তারা দুজন সাওম ভঙ্গের কারণে উপনীত হয়েছে। হিজামা গ্রহীতা রক্ত বের হয়ে দুর্বলতার কারণে। কারণ, রক্ত নির্গত হওয়ার কষ্টে সে সাওম রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। ফলে সাওম ভঙ্গ করেছে। আর হিজামা চিকিৎসকের বিষয়টি হলো, হিজামার বোতলে ঠোঁট রাখার কারণে রক্ত কিংবা এ জাতীয় কোনো কিছু তার মুখ গহ্বরে পৌঁছাতে পারে। এ হাদীসের উদাহরণ হলো, যেমন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তি অক্ষত থাকা সত্ত্বেও তার সম্পর্কে বলা হয়, অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তিকে বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়; তাকে ছুরি ছাড়াই জবাই করা হয়।[৪৫] অর্থাৎ সে ছুরি ছাড়াই জবাই হওয়ার মুখোমুখি হয়।[৪৬]

দ্বিতীয়ত, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফির অবস্থায় হিজামা করেছেন। আর মুসাফির যখন সাওম রাখে তখন তাঁর জন্য খাদ্য, পানীয়, হিজামা দ্বারা সাওম ভঙ্গ করা জায়িয এর জবাবে বলা হবে;

---

[৪৩] আস সুনান আল কুবরা লিল বায়হাকী, ৪/৪৪৬, আল-মাজমু' ৬/৩৫২।

[৪৪] প্রাগুক্ত উৎসদ্বয়।

[৪৫] আবু দাউদ, ৩/২৯৮ হাদীস নং ৩৫৭১। তিরমিযী, ৩/৬০৬, হাদীস নং ১৩২৫। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-বানি সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/ ৫১৪, হাদীস নং ২১৭১ তে বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ।

[৪৬] মাআলিমুস সুনান: ২/১১০, আল-মাজমু: ৬/৩৫৩।

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমাণ করেছেন যে, হিজামা গ্রহণের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমরত ছিলেন। যদি হিজামা তাঁর সাওম নষ্ট করে দিতো তাহলে ইবনু আব্বাস বলতেন: "তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজামা দ্বারা সাওম ভেঙেছেন। যেমনটি বলা হয়: সাওম পালনকারী পানি পান করে কিংবা খেজুর খেয়ে সাওম ভঙ্গ করলো। মোটেও বলা হয় না যে, তিনি সাওম অবস্থায় পানি পান করেছেন, কিংবা খেজুর খেয়েছেন।[৪৭]

তৃতীয়ত, তাঁরা যে বলেন, ‘সাহাবিগণ হিজামা গ্রহণে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন’ এর উত্তরে বলা হবে,

সাহাবীগণের এ কাজ হিজামার দ্বারা সাওম ভঙ্গ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে না। হতে পারে তাঁদের এই বিলম্বটি ছিল দুর্বলতার আশঙ্কায়। যে দুর্বলতা সাওম ভঙ্গের দিকে ঠেলে দেয়। আনাস ও আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ অভিমতকে শক্তিশালী করেছেন। সাহাবীগণের হিজামা পরিহার করাকে তাঁরা এইভাবে কারণ দর্শিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

বি.দ্র. সিয়াম পালনকারী হিজামা বা শিঙ্গা লাগানোর কারণে যেমন সিয়াম ভঙ্গ হয় না, তেমনি সিয়াম অবস্থায় রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তিকে রক্ত দান করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তাছাড়া সিয়াম অবস্থায় আঘাতে শরীর থেকে রক্ত বের হলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। শিরা কর্তন করলে বা ছিন্ন হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। নাক দিয়ে বা অন্য কোন কিছু থেকে রক্ত ঝরলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। দেখুন ফাতহুল আল্লাম, ইবনে হিযাম।

---

[৪৭] মাআলিমুস সুনান, ২/১১১, আল-মাজমু’, ৬/৩৫৩